স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল
মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 7ht Nov. 1962 | ২৬শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.62354.OF.07

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।
প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

প্রয়োজন ও প্রিয়জন

প্রয়োজনে বিঘ্ন যে ঘটায় সে যত প্রিয়জনই হউক না কেন, বেশী দিন প্রিয়জন থাকিতে পারে না। ইহাই মানব-প্রকৃতির নিয়ম। বিভীষণের রামের আনুগত্য যেদিন রাবণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন সেই দিনই তাহাকে ঘরভেদী বলিয়া ভাতৃস্নেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজকার্য্য ও প্রজারঞ্জন যাঁহার ধর্ম্ম এমন রাজা ছিলেন রামচন্দ্র। বহুদিন রাবণগৃহে ছিলেন বলিয়া সীতার অগ্নি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। সীতা অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হওয়ার পরেও দূতমুখে কোন কোন প্রজার নিন্দাবাদের সংবাদ পাইয়া প্রজারঞ্জন করার জন্য গর্ভবতী সীতার বনবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন রামচন্দ্র। আজ আমাদের জন্মভূমি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। যিনি সীমান্ত রক্ষার নায়ক তাঁহাকে নায়কত্ব হইতে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ বিভাগের ভার দেওয়া হইল। কেন? যদি তিনি তাঁহার কার্য্যে দেশের বা মিত্রদেশের সন্দেহের কারণ হয়ে থাকেন, তবে তাঁহাকে দূরীভূত করাই নির্বিঘ্ন হওয়ার একমাত্র উপায় নয় কি?

দেশের কাজ ও দ্বেষের কাজ

সরকারের বেতনভোগী কোন অর্ব্বাচীন কর্ম্মচারী যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গে পরুষ ব্যবহার করিয়া ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে, তবে তিনি তাহার (বেতনভোগী সেবকের) অপরাধে দেশের যাতে সর্ব্বনাশ হয় এ কামনা যেন মনের মধ্যে স্থান না দেন। অভদ্রে কার্য্যভার অর্পণ করিলে যে অঘটন বিঘটন হয়, তাহার একটি নিদর্শন বাংলা ভাষায় লিখিত রামায়ণ হইতে লিখিতেছি। দেশের চাকরের দুর্ব্ব্যবহারে দেশের উপর দ্বেষ করিবেন না।

আমরা রামায়ণের এক গল্পে পড়িয়াছি—ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া যখন কল্পতরুর মত যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন—তখন তাঁহার পাত্র মিত্র সকলকে লইয়া এক পরামর্শসভা আহূত হইল। সভায় প্রশ্ন উঠিল—দান করিবার ভার কাহাকে দেওয়া যায়? কেহ বলে লক্ষ্মণকে দেওয়া হউক, কেহ বলে ভরতকে, কেহ বলে শত্রুঘ্নকে ভার দেওয়া উচিত। রামচন্দ্র কিন্তু ইঁহাদের কাহারও কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না, তিনি বলিলেন—হনুমানকে এ ভার দিলে দানে কোনও রূপ কুণ্ঠা প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি কোনও প্রার্থী বহু মূল্যের কোনও দ্রব্য যাচ্ঞা করে—ভরতাদি সকলেই রাজকুমার—এরা দ্রব্যের মূল্য জানে, একজন সামান্য লোককে এই বহু মূল্যের দ্রব্য দিতে হইল বলিয়া একটু মনে মনেও কুণ্ঠিত হইতে পারে। হনুমানের কাছে একটি পাকা কলার মূল্য যত, একখণ্ড হীরকের মূল্য তাহার নিকটে ধূলিকণা অপেক্ষা একটুকুও বেশী নয়। রামচন্দ্রের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সকলে হনুমানকেই দান কার্য্যে নিয়োগের মত দিলেন।

বাস্তবিকই কদলী-প্রিয় হনুমান স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মণি, মাণিক্য যে যাহা চায় তাহাকেই তাহা অম্লান বদনে অকুণ্ঠচিত্তে দান করে। বানর জাতি, ভদ্রতা তো শিক্ষা করে নাই। যখন প্রার্থী অধিক সংখ্যক আমদানী হয়, তখন খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া দাঁত খিঁচাইতে আরম্ভ করে।

রাজা রামচন্দ্র হনুমানের দান কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া দেখিলেন, যে যা চায় তাই দিতে সে দ্বিধা করে না, কিন্তু মধুর বাক্য না বলিয়া দাঁত খিঁচিয়ে উঠে। ইহা দেখিয়া ভগবান রামচন্দ্র হনুমানকে বলিলেন—"বৎস মারুতি! তুমি খুব ক্লান্ত হইয়াছ। দান কার্য্য কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিয়া নিকটস্থ পর্ব্বতে গিয়া একটু বিশ্রামের পর ফিরিয়া আসিয়া আবার কার্য্য সুরু কর।" হনুমান প্রভুর বাক্যে পর্ব্বতে গিয়া দেখিলেন—একটি সুকান্তি অঙ্গ-সৌষ্ঠব-বিশিষ্ট পুরুষ সেখানে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখখানি শূকরের মত কুৎসিত। হনুমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার সমস্ত দেহ অতি সুন্দর মুখখানি কেন শূকরের মত? পুরুষ উত্তর করিলেন দেবভাষায়—

"নানা দ্রব্যং ময়া দত্তং রত্নানি বিবিধানি চ।
ন দত্তং মধুরং বাক্যং তস্মান্ মে শৌকরং মুখং॥"

অর্থ—আমি বিবিধ রত্ন ও নানা দ্রব্য দান করিয়াছিলাম। কিন্তু কখনও কাহাকেও মধুর বাক্য বলি নাই, সেই পাপে আমার শূকরের মত মুখ হইয়াছে। হনুমান এইবার বুঝিলেন যে প্রভু রামচন্দ্র তাহার দাঁত খিঁচুনির বহর দেখিয়া এই পর্ব্বতে শিক্ষালাভের নিমিত্ত তাহাকে বিশ্রামের জন্য পাঠাইয়াছেন। পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া হনুমান নীরবে দান কার্য্য সমাধা করিয়াছিল, কাহাকেও দাঁত খিঁচুনি দেয় নাই।

রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক নূতন অর্ডিনান্স জারি

ভারত আক্রমণকারী দেশের সহিত ভারতে অবস্থানকারী কোন বিদেশী সহযোগিতায় লিপ্ত থাকিলে ঐ সব বিদেশীকে গ্রেপ্তার আটক ও অন্তরীণ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক জারি-করা এক অর্ডিনান্স অনুসারে সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে ভারত আক্রমণকারী দেশ চীন। এই অর্ডিনান্স অনুসারে ভারতে অবস্থানকারী যে সকল চীনা ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও বিদেশী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

দুইদিক হইতে ভুটানকে চাপিয়া ধরিবার মতলব

চীন এখন সিকিম ও ভুটানের সীমান্তে আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। চীনা সামরিক কর্তারা পশ্চিমে তিব্বতের দিক এবং পূর্বে তাওয়াং অঞ্চল এই দুইদিক হইতে ভুটানকে চাপ দিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। পর্য্যবেক্ষকদের ধারণা দুইদিক হইতে ভুটানকে চাপিয়া ধরাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

হাসপাতালের দুধে ভেজাল

সহযোগী 'মুর্শিদাবাদ বার্তা'য় প্রকাশ গত ১৯শে অক্টোবর সকালে বহরমপুর হাসপাতালের দুধ সরবরাহকারী ঠিকাদারের কর্ম্মচারী দুইটি হাঁড়িতে প্রায় ১ মণ আন্দাজ দুধ লইয়া হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র পৌরসভার ফুড ইন্সপেক্টর ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর উক্ত দুধ আটক করিয়া পরীক্ষার্থে প্রেরণ করেন। জানা গেল উক্ত বিষয়ে মামলাও দায়ের করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ উক্ত দুধ সরবরাহের ঠিকাদার মহাশয়কে উক্ত দিবস জেলাবোর্ডের ফুড একজামিনারের গৃহে সন্ধ্যার পর বহুক্ষণ অবস্থান করিতে দেখা যায়।

আমরা জঙ্গিপুর পৌরসভার খাদ্য পরিদর্শক মহাশয়কে স্থানীয় হাসপাতালের দুধ সরবরাহকারী ঠিকাদারের দুধ পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করি।

মালয়ে গান্ধীজী ও নেতাজীর স্মৃতিরক্ষা

মালয়ের ভারতীয় কংগ্রেস মালয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। মালয়ের স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী শ্রী ভি সি শম্বনাথন বুধবার কলিকাতায় থাকাকালে এই তথ্য বিবৃত করেন। শ্রীশম্বনাথন বর্তমানে মালয়ী প্রধানমন্ত্রী শ্রীটকু আবদুর রহমানের সহিত ভারত সফর করিতেছেন। এই স্মৃতিরক্ষার জন্য সম্ভবত একটি ভবন নির্মাণ করা হইবে। ভবনটি আগামী বছরের মধ্যে শেষ হইবে। শ্রীশম্বনাথন নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন, মালয়বাসী তাঁহাকে ভুলিতে পারে না।

হুসিয়ার—অবাঞ্ছিত হাতে যেন দান না পড়ে

অবাঞ্ছিত লোকেরা যাহাতে অননুমোদিতভাবে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের নাম ভাঙ্গাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারে, সেজন্য রাজ্য সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারী করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান

জানা গিয়াছে যে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ষ্টাফ ও ছাত্রীগণ জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে সাধ্যমত চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে ২৫০ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রকাশ থাকে যে গত বছরও ওই স্কুল অনুরূপভাবে আসামের নির্যাতিত বাঙ্গালীদের সাহায্যার্থে পশ্চিম বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কেও তাঁহাদের সাধ্যমত দান পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।

দেশের জন্য কৌমার্য ব্রত গ্রহণ

দিল্লির জনৈক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী দেশের সমস্ত অবিবাহিত ব্যক্তিকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন এই পণ করেন যে, চীনা আক্রমণকারীদিগকে হটাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত এবং আমাদের জাতীয় সম্মান পুনপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা বিবাহ করিবেন না। ট্রেড ইউনিয়নের এই কর্মী শ্রী এস ডি রাজন নিজেও অবিবাহিত। তাঁহার বিবাহের জন্য তাঁহার পিতা যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাখান করিয়া তিনি দেশরক্ষার কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

নিজের আঙ্গুল কাটিয়া নিজের যাত্রাভঙ্গ

সায়গন ১৭ই অক্টোবর—সেনাদলে যোগদানে তাহাদের অনিচ্ছা। তাই দক্ষিণ ভিয়েতনামের ১৫টি যুবক তাহাদের ডান হাতের দুইটি আঙ্গুলের দুই তৃতীয়াংশই কাটিয়া ফেলিয়াছে। এই স্বেচ্ছা-কৃত অস্ত্রোপচারের পর পাঁচজনের অবস্থা সংকট-জনক হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হয়। বিশ হইতে বাইশ বৎসর বয়স্ক ১৫টি যুবককেই পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করিয়াছে। স্বেচ্ছায় অঙ্গ-বিকৃতি ঘটাইবার অপরাধে এক হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রহিয়াছে।

চীনের কথা শুনিতে কিশোর মনেও ঘৃণা

পররাজ্যগ্রাসী কম্যুনিষ্ট চীনের ভারত আক্রমণের জন্য চীনের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও কিভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে শুক্রবার তাহারই এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রকাশ, একদিন স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভূগোলের চীন বিবরণ সংক্রান্ত অংশ পড়াইবার কালে ছেলেরা আপত্তি তোলে। প্রথমে কয়েকটি ছেলে চীনাদের বিবরণ পড়িতে আপত্তি করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় সব ছেলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিক্ষকের নিকট আবেদন জানায় যে, বর্বর চীন সম্পর্কে কিছু পড়িতে বা শুনিতে তাহাদের আর ভাল লাগিতেছে না। সুতরাং 'স্যার' যেন অন্য প্রসঙ্গ পড়ান। শিক্ষক মহাশয় সুকুমারমতি বালকদের ইচ্ছা স্বীকার করিয়া লন এবং অন্য বিষয় পড়ান।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে নভেম্বর ১৯৬২

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

১২ স্বত্ত্ব ডিঃ গোপেশ্বর পাইন দেং এজাহার আলি সেখ দিং দাবি ১৩৫-৪৫ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মমরেজপুর ১-২২ শতক মধ্যে ৷৵০ আনা রকম অংশ আঃ ১০০৲ খং ৫২৫ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

২৩ স্বত্ত্ব ডিঃ রওসুনা খাতুন বিবি দেং ফজল সেখ দাবি ৩৯৮-৯৮ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে যোগপুর ৭০ শতকের কাত ২৷৵০ আঃ ১০০৲ খং ৮২০ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬২

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

২ ভাগচাষ ডিঃ সনৎকুমার দত্ত দেং রতিকান্ত মণ্ডল দাবি ৩০-১৫ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সিমলা ৯৩ শতকের কাত ৬৫০ খং ৩৪৫

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪১৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

পামারি

খোস, পাঁচড়া, একজিমা ও চুলকুনি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।